সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ (২০১৭-১৮. ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০২০) ঃ

কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪, কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ থেকে বিভাজিত হয়ে জুলাই'২০১৫ থেকে আলাদাভাবে কার্যক্রম শুরু করে। জুলাই'২০১৫ মাসে কাগজে কলমে বিভাজিত হলেও কুমিল্লা পবিস-৪ নিজস্ব লোকবল দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সেপ্টেম্বর'২০১৫ মাস থেকে আলাদাভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও নাঙ্গালকোট উপজেলার সমন্বয়ে ৬৪৮ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা নিয়ে কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪ গঠিত। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কুমিল্লা পবিস-৪ নিরলস ভাবে কাজ করে সেপ্টেম্বর/২০১৮ খ্রিঃ এ অত্র পবিসের আওতাধীন সকল এলাকা (নাঙ্গালকোট উপজেলা ডিসেম্বর/১৭, লাকসাম উপজেলা মার্চ/১৮ এবং মনোহরগঞ্জ উপজেলা সেপ্টেম্বর/১৮) শতভাগ বিদ্যুতায়িত করা হয়। গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জুন'২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪৪৭০ কিঃ মিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নিমার্ণ সম্পন্ন করা হয়েছে। জুন'২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ২,৩৭,৬৭২ জন বিভিন্ন শ্রেনীর গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। অত্র পবিস ০২টি (লাকসাম ২০ এমভিএ এবং নাঙ্গালকোট ১৫ এমভিএ) উপকেন্দ্র নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ০১ টি উপকেন্দ্র আপগ্রেডেশন (মনোহরগঞ্জ-১, ১০ এমভিএ থেকে ২০ এমভিএ) এবং ইউআরইডিএস প্রকল্পে (বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে) একটি ২০ এমভিএ ইনডোর উপকেন্দ্র (নাঙ্গালকোট-২, বাংগড্ডা) নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে মনোহরগঞ্জ উপকেন্দ্র ২০ এমভিএ হতে ২৫ এমভিএ এবং লাকসাম উপকেন্দ্র ২০ এমভিএ হতে ৩০ এমভিএতে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে সমিতির বিদ্যুৎ সরবরাহ সক্ষমতা ৫৫ এমভিএ থেকে ১০০ এমভিএতে উন্নীত হয়েছে। জাঙ্গালিয়া (কুমিল্লা দক্ষিণ) গ্রীডে নতুন বে-ব্রেকার স্থাপন করতঃ নাঙ্গালকোট ৩৩ কেভি ফিডারটি টেপিং থেকে আলাদা করা হয়েছে। চৌদ্দগ্রাম ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড থেকে বাংগড্ডা পর্যন্ত ৮.৫ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি সোর্স লাইন নির্মাণ সম্পন্ন এবং চালু করে নাঙ্গালকোট-২ (বাঙ্গড্ডা) ২০ এমভিএ উপকেন্দ্রটি চৌদ্দগ্রাম গ্রীড হতে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে উক্ত উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি সোর্স লাইনের দৈর্ঘ্য ২৯ কিঃ মিঃ হ্রাস পেয়েছে। ফেনী গ্রীড থেকে নাঙ্গালকোট-১ (ঢালুয়া) উপকেন্দ্র পর্যন্ত ২৩ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি সোর্স লাইন নির্মাণ করে নাঙ্গালকোট-১ (ঢালুয়া) ২৫ এমভিএ উপকেন্দ্রটি ফেনী গ্রীড হতে সংযুক্ত করা হয়েছে, ফলে উক্ত উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য ১৩ কিঃ মিঃ হ্রাস পেয়েছে। সমিতির বিদ্যমান ০৪ টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি সোর্স লাইন সমূহ রিং সিষ্টেমের মাধ্যমে ইন্টার লিংক করে ০৩(তিন) টি গ্রীড উপকেন্দ্র (কুমিল্লা দক্ষিণ, চৌদ্দগ্রাম, ফেনী) থেকে ৩৩ কেভি পাওয়ার গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নোয়াখালী চৌমুহনী গ্রীড হতে মনোহরগঞ্জ-১ উপকেন্দ্রের জন্য নির্মাণাধীন ২৩ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি সোর্স লাইনের মধ্যে ইতিমধ্যে ১২ কিঃ মিঃ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকীটুকুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে সকল ৩৩ কেভি ফিডার ওভারলোড মুক্ত হয়েছে। এছাড়া ফিডার বাইফারকেশনসহ দুইটি নতুন ১১ কেভি ফিডার নির্মাণ করে সমিতির ১১ কেভি ফিডার সংখ্যা ১৮টি থেকে ২৬টি তে উন্নীত করণসহ আন্ত ফিডার লোড সমন্বয় করে ফিডার ওভারলোডমুক্ত করা হয়েছে (২০১৭-১৮ তে ১৮ টি, ২০১৮-১৯ এ ২৪ টি এবং ২০১৯-২০ এ ২৬ টি ১১ কেভি ফিডার)।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ডিএনই (ডিএমসিএম) প্রকল্পের আওতায় সমিতির সদর দপ্তর কমপ্লেক্স (২০০ শতাংশ) এবং লাকসাম-২ (৪০ শতাংশ) ও মনোহরগঞ্জ-২ (৪০ শতাংশ) উপকেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। এছাড়া ইউআরআইডিএস প্রকল্পের আওতায় জুন/২০ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট ২০০ কিঃমিঃ লাইন আপগ্রেডেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪০ কিঃমিঃ আপগ্রেডেশন কাজ চলমান রয়েছে।

কুমিল্লা পবিস-৪ এর সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	গ্রাহক	নির্মিত লাইন	বকেয়া মাস	সিষ্টেম লস
২০১৭-১৮	২৯১৪৫	৬৪০	১.৬৬	১৭.৩৮%
২০১৮-১৯	২৯৭২১	৫৪১	১.০৪	১৫.৪২%
২০১৯-২০	১০৩১৯	৫৬	১.২৪	১৩.৯৬%

গ্রাহকের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সিস্টেম লস হ্রাসকরনের জন্য লাইন আপগ্রেডেশন, কন্ডাক্টরের সাইজ পরিবর্তন, ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার পরিবর্তন, এনালগ মিটার পরিবর্তনসহ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্ণিত কাজের ফলে গ্রাহক আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে, শ্রম ঘন্টা হ্রাস পেয়েছে, গ্রাহক ও সমিতি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে।